দৈনিক

27 JUL 2008

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুইটি সমান্তরাল ধারা বহাল রাখা সমীচীন নহে

সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে যে দূরত্ব বিদ্যমান উহা হ্রাস করিয়া আনা এখন যুগের প্রয়োজনেই অতীব জরুরি। একটি উন্নয়নশীল সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইলে শিক্ষার উন্নয়নে যত্নবান হইতে হইবে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করিতে হইবে সর্বাগ্রে। এই মহতী লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে সম্মানজনক সমন্বয় সাধন করিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে কিভাবে একটি নূতন ধারার সৃষ্টি করা যায় সেই দিকে নজর দিতে হইবে। একই সমাজে, একই রাষ্ট্রে শিক্ষাজীবনে নানা প্রকার বৈষম্য-বৈপরীত্যের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রসমাজ যাহাতে একটি অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ধাবিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রাখিয়াই মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন করার জন্য মানসম্পন্ন একটি সিলেবাস তৈরি করা খুবই আবশ্যক। বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার জাহানাবাদী; 'কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও আজকের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক সেমিনারে সম্প্রতি বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তনযোগ্য।' মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রাখিয়াই মানসম্পন্ন একটি সিলেবাস তৈরি করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়াছেন।

মানোন্নয়ন যে রাতারাতি করা সম্ভবপর নয়, উহা সময়ের বিবর্তন ধারায় ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করিতে হইবে, ইহাও সকলের জানা। কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষার নৈতিক উজ্জ্বল আলো জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলবোধ জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম। মাদরাসা শিক্ষার ঐতিহ্য, স্বকীয়তা ও নৈতিকতার আদর্শের ওপর ভিত্তি করিয়াই নূতন কালের দাবিতে নূতন সিলেবাস প্রণয়ন করা কঠিন কাজ নহে। এজন্য প্রয়োজন আন্তরিক উদ্যোগ ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা। এই প্রেক্ষাপটেই সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয় সাধন তাহারাই করিতে সক্ষম যাহারা আধুনিক জীবনের চাহিদা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমাদের সমাজে এই ধরনের লোক এখনও দুর্লভ নহে। প্রয়োজন সাহসী উদ্যোগের।

আমাদের দেশে শিক্ষার দুইটি ধারা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত থাকায়-এই দুইটি ধারায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবন বৈশিষ্ট্য, নৈপুণ্য, দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য কমাইয়া আনিবার লক্ষ্যে ছোট-খাট উদ্যোগ যে একেবারে নেওয়া হয় নাই এমন নহে। তবে কাঙ্ক্ষিত আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণ করা হয় নাই। উভয় ক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞানসম্মত ও উৎপাদনশীল শিক্ষা চালু করা যায়- তাহা হইলে সেই শিক্ষার মাধ্যমে উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষার্থীরাই মানব সম্পদে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ অর্জন করিতে পারিবে। বর্তমান বাস্তবতায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষাকে সমান্তরাল করিয়া রাখা সমীচীন নয়।

পরিশেষে আমরা বলিতে চাই, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই দুই ধারার শিক্ষাকে অভিন্ন লক্ষ্যাভিসারী করিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। আর সেই উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিলে সারাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সমানভাবে দেশের উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখিতে সক্ষম হইবে।